বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৫৩-২৫৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

নওয়াপাড়া নদীবন্দর: সমস্যা ও সম্ভাবনা

সুকুমার ঘোষ*

সারসংক্ষেপ *২০০৭ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে নওয়াপাড়া নদীবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন ৫৫-৬০টি কার্গো জাহাজ থেকে বন্দরে মালামাল ওঠানো-নামানো হয়। বন্দর থেকে বছরে সরকার গড়ে ২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। ঘাটগুলোতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করেন; যার মধ্যে ১ হাজার ৫০ জন নারীশ্রমিক। শ্রমিকের গড় মজুরি দৈনিক ৪৫০-৫০০ টাকা। সস্তা শ্রমিক ও নদীপথের সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নওয়াপাড়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করছেন। নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে পাটসার, সিমেন্ট, চাল, তেল, মৎস্য খাবার, চামড়ার মিল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন জেলার সাথে স্থল ও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। পরোক্ষভাবে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু অবৈধ দখল-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিসহ বিআইডাব্লিউটিএর বিদ্যমান অব্যবস্থাপনাসমূহ দূর করে বন্দরের উন্নয়ন অব্যাহত রাখলে অচিরেই নওয়াপাড়া প্রথম শ্রেণির নদীবন্দরে রূপান্তরিত হতে পারে।*

মূল শব্দ *ভৈরব নদ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গ, রাজস্ব আয়, সিআরডিপি, নৌপুলিশ, চাঁদাবাজি, হয়রানি ও প্রতারণা, রক্ষকই ভক্ষক, নৌপথ ড্রেজিং, শ্রমিক মজুরি ও নিরাপত্তা, প্রথম শ্রেণির নদীবন্দর*

পটভূমি

যশোর জেলার নওয়াপাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্য ও শিল্পনগরী হিসেবে খ্যাত। সড়ক, নৌ ও রেলপথে চমৎকার যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুকূল ও সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় আশির দশক থেকে খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা নওয়াপাড়ায় আসতে শুরু করেন। একপর্যায়ে নওয়াপাড়া সার, সিমেন্ট, চাল, বালু, পাথর ও কয়লার বৃহত্তম মোকাম হিসেবে দেশের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯০ সালে সারের ব্যবসা

* সহকারী অধ্যাপক, মশিয়াহাটী ডিগ্রি কলেজ, মনিরামপুর, যশোর; ফোন: ০১৭১১৪৬০১৯৯, ই-মেইল: biva_org@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯

ব্যাপকতা লাভ করায় ব্যবসায়ীরা নিজস্ব উদ্যোগে ভৈরব নদের তীরে ঘাট তৈরি করে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি-রপ্তাণি বাণিজ্য শুরু করেন।

রাজস্ব আয়ের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বিআইডাব্লিউটিএ (Bangladesh Inland Water Transport Authority) ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে নওয়াপাড়াকে নদীবন্দর ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে। ২০০৭ সালের মে মাসে ভৈরব নদের চেঙ্গুটিয়া থেকে ভাটপাড়া ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমানা নির্ধারণ এবং ৯টি প্লাটুন স্থাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নদীবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে নওয়াপাড়া নদীবন্দরে কার্গো জাহাজে পণ্য আমদানি বেড়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৫৫-৬০টি কার্গো জাহাজ থেকে বন্দরে মালামাল ওঠানো-নামানো হয়। এই বন্দর থেকে বছরে সরকার গড়ে ২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে। বন্দরে বিআইডাব্লিউটিএর ঘাটের সংখ্যা ৭৯টি, যার মধ্যে ৮টি টেন্ডারের মাধ্যমে এবং বাকি ৭১টি সরাসরি ব্যক্তিমালিকানায় ইজারা দেওয়া হয়েছে। ঘাটগুলোতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করেন; যার মধ্যে ১ হাজার ৫০ জন নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিকেরা জাহাজের ভেতরে বস্তায় মাল ভরা ও সেলাইয়ের কাজ করেন। শ্রমিকের গড় মজুরি দৈনিক ৪৫০-৫০০ টাকা ।

চমৎকার যোগাযোগব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় এ বন্দরটি ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যে ভারত ও মিয়ানমার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সে লক্ষ্যে দুই দেশের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল নওয়াপাড়া নদীবন্দর পরির্দশন করে। পরির্দশনের পর বিআইডাব্লিউটিএ নওয়াপাড়া নদীবন্দরকে অত্যাধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে স্থাপনা নির্মাণ, নৌপথ ড্রেজিং, ওয়্যারহাউজের সুবিধাদি বৃদ্ধি, নদীভাঙন রোধে কি-ওয়াল নির্মাণ, মালামাল ওঠা-নামার জন্য আরসিসি র‍্যাম্প ও সিঁড়ি নির্মাণ, মালবাহী ট্রাকের জন্য পার্কিং ইয়ার্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বন্দরে জাহাজের সংখ্যা, পণ্যসামগ্রী আমদানি ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	জাহাজের সংখ্যা	আমদানির পরিমাণ (মে. টন)	রাজস্ব আয় (মিলিয়ন)
১	২০১৩-২০১৪	৪৫০	৭.২৫	৮.০৫
২	২০১৪-২০১৫	৪৫৮	৭.২৯	৯.১১
৩	২০১৫-২০১৬	১৪৬৪	৭.৩২	১০.৫৭
৪	২০১৬-২০১৭	১৪৭০	৭.৩৫	১১.৫৩
৫	২০১৭-২০১৮	১৪৬৮	৭.৮৪	১২.২৫

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নওয়াপাড়া নৌবন্দরে ১ হাজার ৪৫০টি জাহাজে পণ্য আমদানি করা হয়েছে ৭ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্ব হিসেবে আয় হয়েছে ৮.০৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৫৮টি জাহাজে আমদানি হয়েছে ৭ লাখ ২৯ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্ব আয় ৯.১১ মিলিয়ন টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৬৪টি জাহাজে আমদানি পণ্য এসেছে ৭ লাখ ৩২ মেট্রিক টন, রাজস্ব আয় ১০.৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৭০টি জাহাজে ৭ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়েছে, রাজস্ব আয় ১১.৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ হাজার ৪৬৮টি জাহাজে আমদানি পণ্য এসেছে ৭ লাখ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্ব হিসেব আয় হয়েছে ১২.২৫ মিলিয়ন টাকা।

ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে বড় বড় জাহাজ থেকে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত ছোট বার্জ-কার্গো জাহাজে করে নওয়াপাড়া বন্দরে নিয়ে অসে। সেখান থেকে পণ্যসামগ্রী স্থলপথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে পাঠানো হয়। পাশাপাশি ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীও সড়ক ও নৌপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নওয়াপাড়া বন্দর থেকে ২ লাখ ২৬ হাজার মেট্রিক টন সার, ১ লাখ ৯৫ হাজার মেট্রিক টন কয়লা, ১ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন গম, ১ লাখ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট এবং ৫৪ হাজার মেট্রিক টন অন্যান্য পণ্যসামগ্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে।

সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা মো. মাসুদ পারভেজ জানান, নওয়াপাড়া নদীবন্দরকে একটি অত্যাধুনিক বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার একটি বড় প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। ভৈরব নদ থেকে ৯০টি স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ৫৯টি অবৈধ স্থাপনা ইতিমধ্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বন্দরের ৩৭ কিলোমিটারের ৩০ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে। যার মধ্যে ২৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজারের সাহায্যে বাকি ৫ লক্ষ ঘনমিটার এক্সকাভেটরের সাহায্যে খনন করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি কাজ শেষ হলে জাহাজ চলাচল আরও বৃদ্ধি পাবে।

সমস্যা

নওয়াপাড়ায় নদীবন্দর স্থাপনের ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে।কিন্তু বন্দরের উন্নয়নকাজে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। গত বছর ভৈরব নদে ড্রেজিং শুরু হলেও দ্রুত পলি পড়ে নাব্য সংকট দেখা দিয়েছে। নদীবন্দর উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিরা নওয়াপাড়া নদীবন্দর পরিদর্শন করতে এসে ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরঘেঁষে গড়ে ওঠা অসংখ্য অবৈধ স্থাপনা দেখতে পান। বন্দরের উন্নয়নকাজ করার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে এসব স্থাপনা। স্থাপনাগুলো সরিয়ে নিতে এলাকাবাসীকে বারবার তাগিদ দেওয়া হয়। এ নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ী, দখলদার, জনপ্রতিনিধিদের কয়েক দফা বৈঠকও হয়। সভায় সিআরডিপি (City Regional Development Project) প্রস্তাবনার ১২ কিলোমিটারের পরিবর্তে ৬ কিলোমিটার কি-ওয়াল, ১৩ ফুট রাস্তা করাসহ বন্দর উন্নয়নে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পাশাপাশি যাদের বৈধ স্থাপনা ভাঙা পড়বে সেসব মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়।

কিন্তু স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতা ও দখলদারদের উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ হয়ে এডিবি ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দকৃত প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি আরও কয়েক কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দীর্ঘদিন ফাইলবন্দী রয়েছে। এর জন্য অবশ্য কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতাকে দায়ী করছে নওয়াপাড়াবাসী। এলাকাবাসীর আশঙ্কা নওয়াপাড়াকে পরিপূর্ণ নদীবন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে বন্দর ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ভেস্তে যাবে। বন্দরকে ঘিরে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা-ও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপরদিকে সরকার হারাবে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব।

জয়েন্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন ম্যানেজার আবদুর রহমান বলেন, ভাটার সময় পানি এত নিচে নেমে যায় যে জাহাজ কিনারায় ভেড়ানো সম্ভব হয় না। নাব্য সংকট হওয়ায় বন্দরে জাহাজ আসার পরিমাণও কমেছে। নওয়াপাড়া সার ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ জালাল হোসেন বলেন, 'ভৈরব নদকে ঘিরে নওয়াপাড়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। আমরা ঠিকমতো ট্যাক্স দিচ্ছি। কিন্তু বন্দরের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না।' যশোর চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি ও আমদানিকারক মিজানুর রহমান খান বলেন, প্রতিবছর এই বন্দরটিতে পণ্য আমাদানি বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যবসায়ীরা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। নদী খনন করে এর পরিধি ও সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলে ব্যবসায়ীরা বন্দরটি ব্যবহারে বেশি আগ্রহ দেখাবে। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালক আব্দুল্লাহ হেল বাকী বলেন, আগে ১০০০-১২০০ টন পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ নওয়াপাড়া ভিড়তে পারত। এখন সেখানে নাব্য সংকটের কারণে ৭০০-৮০০ টনের বেশি জাহাজ ভিড়তে পারে না। নওয়াপাড়ার পৌরসভার মেয়র সুশান্ত দাস বলেন, বিআইডব্লিউটিএ ট্যাক্সের হিস্যা ঠিকমতো নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নদীবন্দরের কোনো উন্নয়ন করছে না। স্থানীয় নেতৃত্ব, বিআইডব্লিউটিএ এবং কিছু ব্যবসায়ীর অসহযোগিতার কারণে এডিবির প্রকল্পের টাকাও ফিরে গেছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বন্দর স্থাপনের পর যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি। নওয়াপাড়ার চেঙ্গুটিয়া থেকে রাজঘাট পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএর ৯টি জেটি থাকলেও তার অধিকাংশ বিকল থাকায় কোনো কাজে আসছে না। স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদন মোতাবেক বন্দর এলাকায় নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন ও নৌপুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, অভয়নগর, নওয়াপাড়া শাখার নামে চাঁদাবাজি চক্র নওয়াপাড়া নদীবন্দরে আসা জাহাজ, কার্গো, ট্রলার ও বোটে নিয়মিত চাঁদাবাজি করে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। অভিযোগ আছে নদীবন্দরে জাহাজ থেকে তেল চোর চক্র দীর্ঘ দিন ধরে তেল চুরি করে এলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো মাসোহারায় তুষ্ট থাকে নৌপুলিশ। অভিযোগ ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে জানা যায়, শুধু জাহাজ-কার্গো বা ছোট-বড় ট্রলার নয়, ঘাটমালিক, আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় হয়রানি ও প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করে মোটা অঙ্কের চাঁদাও আদায় করা হয়ে থাকে। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে আমদানিকারক, ব্যবসায়ী ও জাহাজ মালিকেরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য বরাবরের মতো এসব অভিযোগ অস্বীকারই করছে নৌপুলিশ কর্তৃপক্ষ।

ঘাটশ্রমিকদের অভিযোগ, ঘাটে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন প্রতিমাসে তাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে । কিন্তু তাদেরকে ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। নারীশ্রমিকদের পুরুষের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয়। ঘাট এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা নেই। নারীশ্রমিকদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। পণ্য ওঠানো-নামানোর ভালো ব্যবস্থা না থাকায় তাদের সবসময়

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। গতবছর দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন প্রায় ১০৬ জন এবং মারা গেছেন ৩ জন শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষ মৃতের পরিবারকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেয়নি। এখানে রক্ষকই ভক্ষক হিসেবে কাজ করে।

বন্দর উন্নয়নে কিছু সুপারিশ

১) বন্দর উন্নয়নে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

২) নদীর উভয় পাড়ের অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

৩) পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য গাইডওয়াল এবং মালবাহী ট্রাকের জন্য পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ করতে হবে।

৪) নদীর ভাঙন রোধে কি-ওয়াল তৈরি করতে হবে।

৫) নদীর নাব্য সংকট দূরীকরণে নিয়মিত ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) চাঁদাবাজি, তেলচুরি, সন্ত্রাস বন্ধে নৌপুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিসহ দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৮) নদীতে সবধরনের বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে।

সম্ভাবনা

প্রতিদিন প্রায় অর্ধশত বার্জ-কার্গো জাহাজ নদীবন্দরে মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ করে। নদীপথে কম খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীরা নওয়াপাড়াতে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছেন। শিল্পপতিরাও নওয়াপাড়ার নদীবন্দরকে কেন্দ্র করে পাট, সার, সিমেন্ট, চাল, তেল, মৎস্য খাবার, চামড়ার মিল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। ভারত দেশ থেকে স্থল ও রেলপথে আমদানিকৃত মালামাল কম খরচে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনাসহ প্রভৃতি স্থানে সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে বার্জ-কার্গো জাহাজে প্রতিদিন মালামাল পরিবহন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্দরকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষভাবে ২০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। জাহাজের সংখ্যা, মালামাল আমদানি ও রাজস্ব আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীরে ধীরে নওয়াপাড়া নদীবন্দর প্রথম শ্রেণির বন্দরে উন্নীত হচ্ছে।

পরিশেষে বলতে চাই "ভৈরব নদ বাঁচলে নওয়াপাড়াবাসী বাঁচবে"। বন্দরের উন্নয়নে সকল পক্ষকে একসাথে কাজ করতে হবে। তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন-২০৪১' ও উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নওয়াপাড়া নদীবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১। দৈনিক কল্যাণ- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮
২। কালের কণ্ঠ- ১১ অক্টোবর ২০১৮
২। দৈনিক সংগ্রাম- ২৯ অক্টোবর ২০১৮
৩। দৈনিক ইনকিলাব- ৬ নভেম্বর ২০১৮
৪। সময়ের কথা - ২৩ মার্চ ২০১৯
৫। দৈনিক জনকণ্ঠ- ২৮ জুন ২০১৯
৬। দৈনিক নওয়াপাড়া- ৬ অক্টোবর ২০১৯
৭। বিআইডাব্লিউটিএ ওয়েবসাইট
৮। বিআইডব্লিউটিএ, নওয়াপাড়া, যশোর।